

জুলাই গণঅভ্যর্থনা ২০২৪: ভবিষ্যতের বাংলাদেশের পথনকশা

নাসরীন জাহান লিপি

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যর্থনা কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না, এটি ছিল একটি জাতির দীর্ঘদিনের পুঁজীভূত ক্ষেত্র, প্রত্যাশা এবং স্বপ্নের এক বিস্ফোরক বহিঃপ্রকাশ। কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুতই সর্বত্ত্বের জনগণের অংশগ্রহণে একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণে রূপ নেয়, যা প্রায় দেড় দশকের একটি সৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দিগন্তে এক নতুন সূর্যের উন্মোচন করে। জুলাই গণঅভ্যর্থনাকে অস্থীকার করার কোনো উপায় যেমন নেই, তেমনি জুলাই গণঅভ্যর্থনার ফলে ঘটমান এই পরিবর্তনের টেক নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে নতুন পথে চালিত করবে। কিন্তু কেমন হতে পারে সেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশ? কেমন হওয়া উচিত হাজারো শিশু-কিশোর-তরুণের রক্তে ভেজা ভবিষ্যতের বাংলাদেশের সংস্কারলক্ষ অবয়ব?

জুলাই গণঅভ্যর্থনার সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে নির্বাচন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জবাবদিহির প্রশংগগুলো নিয়ে যে সংকট ছিল, এই আন্দোলন তার অবসানের জোরালো দাবি পেশ করেছে এবং দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সবার মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে বিরোধী দলের কঠোরকে দমন করা হবে না এবং সংসদ কেবল একটি রাবার স্ট্যাম্প হবে না। জনগণের রায়কে সম্মান জানানো হবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। মনে আছে নিশ্চয়ই, আগের সরকারগুলোর আমলে অনেক সময় দেখা গেছে যে, বড়ো বড়ো অবকাঠামো প্রকল্প জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন ও পরিবেশগত প্রভাবের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ভবিষ্যতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ সমীক্ষা ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA) করার ওপর জোর দেওয়া হবে, পরিবেশবাদী এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত আরও গুরুত্ব পাবে বলে বাংলাদেশের মানুষ আশাবাদী হতে চায়। মানুষ চায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে, যাতে গ্রামের মানুষ তাদের নিজেদের উন্নয়নের বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা অনেক সময় কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল আগে।

গণঅভ্যর্থনার অন্যতম মূল চালিকাশক্তি ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষেত্র। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে আমরা দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজের স্বপ্ন দেখতে পারি, যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকবে প্রতিটি স্তরে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু অভিযান চলবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টিমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার নিজ নিজ দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করবে। আমলাতন্ত্র হবে জনবাক্কে, পুলিশ হবে জনগণের বন্ধু এবং বিচারব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ। ব্যাংকিং খাতের খণ্ড কেলেঞ্জারি আর দেখতে হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। অর্থপাচারকারীদের দুট বিচার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া কার্যকর হবে। ই টেলারিং এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের প্রসার ভূমি অফিস বা পাসপোর্ট অফিসের মতো সরকারি পরিষেবাগুলোতে ঘুমের সুযোগ কমিয়ে আনবে, যা পূর্বে সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ও তরুণ প্রজন্মের ক্ষমতায়ন হোক অনিবার্য বাস্তবতা, কেননা জুলাই গণঅভ্যর্থনার মূল নেতৃত্ব ছিল শিক্ষার্থীদের হাতে। শুধু মুখস্থ নির্ভর পড়াশোনা বা ডিপ্রি অর্জনের পরিবর্তে, বাস্তবিক জ্ঞান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করা হোক। তরুণদের সৃজনশীলতা, উত্তাবনী ক্ষমতা এবং দেশপ্রেমকে কাজে লাগাতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে আমরা সামাজিক সম্প্রীতি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতে পারি। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলো মোকাবিলায় কঠোর আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে, হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে, যা তাদের সমাজে মূলস্তোত্রে ফিরিয়ে আনবে।

জুলাই গণঅভ্যর্থনার মাধ্যমে জনগণ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা চায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলো এবং বিশ্বের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায়, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ তার ভূমিকা পালন করবে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুবৃহৎ হবে।

জুলাই গণঅভ্যর্থনার ভবিষ্যতের বাংলাদেশের জন্য অসীম সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা। তবে, জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং জাতীয় প্রক্রিয়া প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশিরা পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা যায়, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ, যেখানে গণতন্ত্র হবে শক্তিশালী, সুশাসন হবে প্রতিষ্ঠিত, দুর্নীতি হবে নির্মূল এবং সবার জন্য থাকবে সমান সুযোগ। এটি হবে একটি প্রগতিশীল, সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ, যা তার পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে। জুলাই গণঅভ্যর্থনা এই স্বপ্নের পথে এক নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে নিয়ে যাবে এক নতুন বাংলাদেশের বার্তা।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার